৩৭ দৈনিক সংবাদ ১৪১

তারিখ 03 SEP 1988
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

প্রকাশিত চিঠি সম্পর্কে সঠিক বক্তব্য

আপনার বহুল প্রচারিত দৈনিকের ১৯শে আগষ্ট তারিখের চিঠিপত্র কলামে প্রকাশিত ''চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের অভ্যন্তরীণ কিছু কথা'' শীর্ষক পত্রটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিভাগীয় সভাপতি হিসেবে এ বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য উপস্থাপন করা আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করি।

১ প্রথমতঃ তৃতীয় বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে দীর্ঘকাল যাবৎ ষষ্ঠ পত্রে দুটি বিকল্প পত্র পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে। এর একটি হচ্ছে Politics of Developing Areas এবং অপরটি হচ্ছে Politics of Socialist Countries। কেবলমাত্র গত শিক্ষাবর্ষ থেকে ডঃ আফতাব আহমাদ politics of Socialist Countries পত্রটি পড়ানো শুরু করেন। এর আগে এ পত্রটি কখনও পড়ানো হয়নি। পত্রটি নতুন বলেই মাত্র পাঁচজন ছাত্র ঐ পত্রটি নেয়। অতএব, অধ্যাপক মোঃ বদিউল আলম ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পত্রটি না নেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছেন এ মর্মে পত্র লেখক যে অভিযোগ করেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

দ্বিতীয়তঃ বিভাগীয় সভাপতির পদটি তিন বছর মেয়াদের। ডঃ আফতাব আহমাদের তিন বছরের মেয়াদ গত ২৩শে জানুয়ারী সমাপ্ত হয়। তাই ডঃ আহমাদ সভাপতির পদ থেকে ''অব্যাহতি প্রাপ্ত'' নন, বরং তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে।

তৃতীয়তঃ আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি নাজিরহাট ডিগ্রী কলেজে অধ্যাপক আবুল কালাম নামে কোন শিক্ষক নেই। অতএব, ১৯শে আগষ্ট তারিখের পত্রটি ''বেনামী পত্রেরই সামিল। সবশেষে আমি বলতে চাই যে, আমাদের বিভাগীয় শিক্ষকদের মধ্যে যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক রয়েছে তা বিনষ্ট করার জন্য এবং অধ্যাপক মোঃ বদিউল আলমের মত একজন সম্মানিত শিক্ষকের ভাবমূর্তি ও সুনাম ক্ষুন্ন করার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঐ পত্রটি লেখা হয়েছে। আমি এ অপপ্রয়াসের তীব্র প্রতিবাদ করছি।

মোঃ আবদুল হাকিম,
অধ্যক্ষ,
রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।